যুগান্তর

তারিখ ... 18 FEB 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

সরকারি বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপনে নতুন আইন হচ্ছে

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

দেশে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বর্তমানে শতাধিক মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ/ইউনিটে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্স পরিচালিত হলেও এত বিপুল সংখ্যক প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর কোন 'আইন' নেই। চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলছেন, দেশে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তা শুধু নীতিমালার আলোকে সুষ্ঠু মনিটরিং, সুপারভিশন তথা নিয়ন্ত্রণ করা ক্রমেই দুরূহ হয়ে পড়েছে। নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়নে আইন ও ধারা-উপধারা অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলেও তা নেই। সুষ্ঠু মনিটরিং সুপারভিশনের জন্য স্বাস্থ্য অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট শাখায় জনবলের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। খোদ মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের কর্মকর্তারাই জানিয়েছেন, মন্ত্রণালয় বা স্বাস্থ্য অধিদফতর কোন মেডিকেল কিংবা ডেন্টাল কলেজ/ইউনিটের অনিয়ম, দুর্নীতি কিংবা অবৈধ কাজের বিরুদ্ধে প্রকৃত অর্থে বড় ধরনের কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া মাত্রই অভিযুক্ত মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ আদালতে রিট মামলা ঠুকে দেয়। নীতিমালা ভঙ্গের দায়ে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ আদালতে বিবেচ্য নয় বলে প্রায়ই মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরকে রিট মামলাজনিত কারণে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, প্রচলিত মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন নীতিমালার আলোকে আইন প্রণয়নের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে মন্ত্রণালয়। এরই মধ্যে আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নীতিমালার আলোকে কিভাবে একটি ভালো আইন প্রণয়ন করা যায় সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে। আইনি জটিলতা থেকে মুক্তির পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি উভয় ধরনের মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ/ইউনিটের মনিটরিং, সুপারভিশন তথা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতেই আইনটি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুসারে বর্তমানে দেশে সরকারি পর্যায়ে ২২টি ও বেসরকারি পর্যায়ে ৫৩টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। তাছাড়া সরকারি পর্যায়ে ৯টি ও বেসরকারি পর্যায়ে ১৪টি ডেন্টাল কলেজ/ডেন্টাল ইউনিট পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস কোর্সে ২ হাজার ৮১১টি ও বেসরকারিতে ৪ হাজার ২৪০টি আসন রয়েছে। একইভাবে সরকারি ডেন্টাল কলেজ/ইউনিটে বিডিএস কোর্সে ৫৬৭টি এবং বেসরকারিতে ৮৭০টি আসন রয়েছে। তিন বছর আগে (২০০৮-২০০৯ সাল থেকে ২০১১-২০১২) সরকারি পর্যায়ে মেডিকেল কলেজ ১৭টি, বেসরকারি পর্যায়ে ৩২টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং সরকারি পর্যায়ে ৩টি এবং ১১টি বেসরকারিভাবে ডেন্টাল কলেজ ও মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিট ছিল। তখন এমবিবিএস কোর্সে ২ হাজার ৫৪৪টি ও বেসরকারিতে ২ হাজার ৪শ' আসন ছিল। একইভাবে সরকারি ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিটের বিডিএস কোর্সে ২০৫টি ও বেসরকারিতে ৬৩০টি ছিল। চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলেন, দেশের সার্বিক চিকিৎসা শিক্ষার মান উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ/ইউনিটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ইতিবাচক উদ্যোগ হলেও সেগুলো মনিটরিং, সুপারভিশন না থাকলে স্বাস্থ্যসেবার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না। বর্তমানে দেশে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে ৯৮টি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ/ইউনিট পরিচালিত হচ্ছে। চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সেগুলো দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদফতরের চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন শাখার যে ধরনের জনবল থাকা প্রয়োজন তা নেই। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রণীত মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন নীতিমালা অনুসারে যে কোন মেডিকেল কলেজ একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করার দুই বছর আগে থেকেই একটি পূর্ণাঙ্গ জেনারেল হাসপাতাল চালু রাখতে হবে। ৫০ শয্যার মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য কমপক্ষে ২৫০ শয্যার হাসপাতাল থাকতে হবে। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ভাড়া বাড়িতে পরিচালনা করা যাবে না। মেডিকেল কলেজ ভবন মেট্রোপলিটন এলাকায় ২ একর জমির ওপর এবং মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে ৪ একর জমিতে করতে হবে। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য শতকরা ৫ ভাগ আসন সংরক্ষিত থাকতে হবে। হাসপাতালে শতকরা ১০ ভাগ বেড দরিদ্রদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। এছাড়া শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ, ল্যাবরেটরিসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে। কলেজের নামে তফসিলী ব্যাংকে ১ কোটি টাকা স্থায়ী আমানত রাখতে হবে। এর বিপরীতে ঋণ নেয়া যাবে না।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্বাস্থ্য অধিদফতরের একাধিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, তিন বছরে সরকারি পর্যায়ে ৫টি, বেসরকারি পর্যায়ে ২১টি মেডিকেল কলেজ এবং সরকারি পর্যায়ে ৩টি ও বেসরকারি পর্যায়ে ১১টি ডেন্টাল কলেজ/ডেন্টাল ইউনিট স্থাপিত হয়েছে। নতুন-পুরনো মিলিয়ে শতাধিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মতো প্রশিক্ষিত শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণসহ নীতিমালার অন্যান্য শর্ত প্রতিষ্ঠানগুলো আদৌ মানছে কিনা তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে সন্দেহ থাকলেও সেগুলো সুষ্ঠু মনিটরিং ও সুপারভিশন করার মতো প্রয়োজনীয় জনবল না থাকায় তা করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া নীতিমালার আলোকে কালেভদ্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হলেও আদালত ও আইনের চোখে তেমন বৈধতা না থাকায় অনেক প্রতিষ্ঠান ফ্রি স্টাইলে চলে বলে অভিযোগ রয়েছে। মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়ার ব্যাপারে জানতে চাইলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর ডা. খন্দকার মো. শিফায়েত উল্যাহ বলেন, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে জোর চিন্তাভাবনা চলছে। চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি বলে তিনি উল্লেখ করেন।